নামের মাঝেই লুকিয়ে আছে আমার পরিচয়

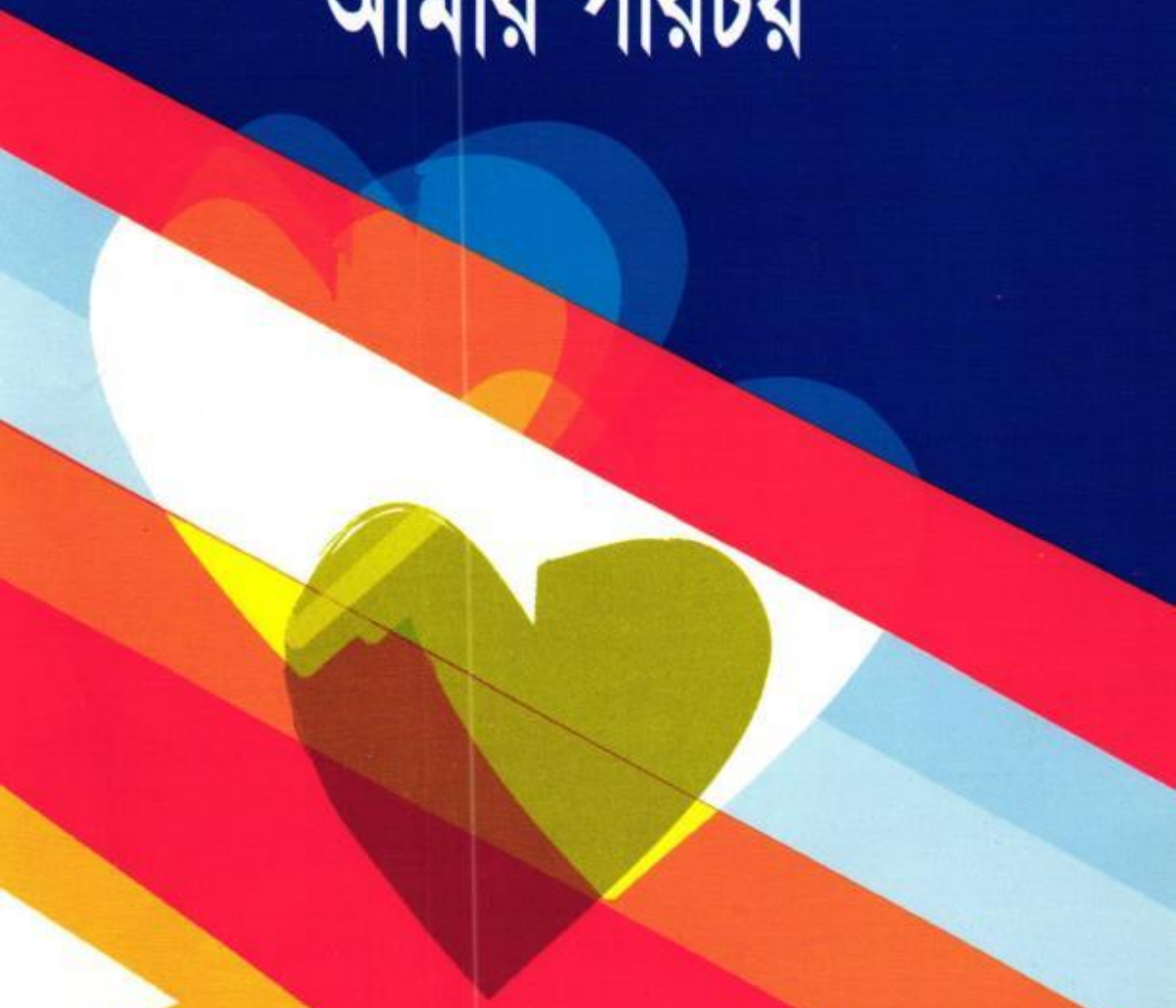

মাসুদা সুলতানা রুমী

নামের মাঝেই লুকিয়ে আছে আমার পরিচয়

www.pathagar.com

নামের মাঝেই লুকিয়ে আছে আমার পরিচয়

মাসুদা সুলতানা রুমী

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ❐ বাংলাবাজার ❐ মগবাজার

www.pathagar.com

নামের মাঝেই লুকিয়ে আছে আমার পরিচয়

মাসুদা সুলতানা রুমী

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশক

মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

মাওলা প্রকাশনী

বড় মগবাজার, ঢাকা

ফোন : ৮৩৫৩১২৭, ০১৯২২-৭০৪২১০

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন, বাংলাবাজার, মগবাজার

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১০

দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০১৪

বৈশাখ ১৪২১

রজব ১৪৩৫

প্রচ্ছদ

নাসির উদ্দীন

কম্পোজ ও মুদ্রণ

র‍্যাক্স কম্পিউটার

৩১১ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট (২য় তলা)

কাটাবন, ঢাকা-১০০০

মোবাইল : ০১৭২৬৮৬৮২০২

মূল্য : বিশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

লেখিকার কথা

আমার এক ছোট বোন। হাসব্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার, নিজেও ইঞ্জিনিয়ার। বোনটিকে সত্যি আমি খুব ভালোবাসি। খুব সম্ভব ২০০৪ সালে তার সাথে আমার পরিচয়। সে অসুস্থ ছিলো। সেলিনা আপার সাথে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। প্রথম দেখাতেই তাকে ভালো লেগেছিল এবং ভালোবেসে ছিলাম। এরপর মাঝে মাঝে ওর বাসায় যেতাম। কি যে খুশী হতো...। কি দিয়ে কি করবে যেনো কুল খুঁজে পেতো না।

দীর্ঘদিন হলো বিয়ে হয়েছে কিন্তু সন্তানাদি নেই। আমাকে প্রায়ই বলতো 'আপা আমার জন্য দু'আ করবেন যেনো একটা সন্তান আল্লাহ আমাকে দেন।'

বছর খানেক হলো সেই বোনটির একটি কন্যা সন্তান হয়েছে। তাই সে আমার কাছে একটা নাম চায় তার কন্যার জন্য। সুন্দর একটা ইসলামী নাম। ওর সব খুবই ভালো, মন-মানসিকতা, আচার-ব্যবহার কি যে ভালো– কিন্তু হিজাব পরে না। তার মানে ইসলামী বিধান মানে না। তাহলে সন্তানের ইসলামী নাম দিয়ে কি হবে তার? ও যেদিন আমার কাছে ফোন করে ইসলামী নাম চাইল, সেদিনই মনে হলো নাম নিয়ে কিছু একটা লেখার দরকার। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ যেনো আমার এই বোনের মতো অন্য সব বোনদের ইসলামী নামের প্রতি প্রীতি এবং সেই সাথে ইসলামী জীবন বিধান মেনে চলার তাওফীক দেন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

মাসুদা সুলতানা রুমী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. নামের মাঝেই লুকিয়ে আছে আমার পরিচয় ৬

২. নামের গুরুত্ব ৭

৩. নামের বিকৃতি ৮

৪. না বুঝে নাম রাখা ৯

৫. বাবার নামের সাথে মিলিয়ে নাম ৯

৬. নাম নিয়ে কতো কথা ১০

৭. ইবনে অথবা বিনতে ১২

৮. যেসব নাম রাখা নিষেধ ১২

৯. কিছু নামে বোধ হয় এলার্জি আছে ১৫

১০. কুরআনী জ্ঞানের স্বল্পতা ১৬

১১. নাম স্নেহ-ভালোবাসার প্রকাশ ১৮

১২. নাম পছন্দের প্রতীক ১৮

১৩. নামের প্রতি ভালোবাসা ১৯

১৪. মহিলাদের নাম ২০

১৫. ইসলাম আধুনিক এবং সহজ অনুসরণযোগ্য ২১

১৬. বিভিন্ন নিয়তে নামের ব্যবহার ২২

১৭. নিয়তের উপর সব নির্ভর করে ২২

১৮. কিছু নাম পঁচে গেছে ২৩

১৯. প্রার্থনা ২৩

www.pathagar.com

নামের মাঝেই লুকিয়ে আছে আমার পরিচয়

"নামের বড়াই করো না কেউ
নাম দিয়ে কি হয়
নামের মাঝে পাবে না তো
সবার পরিচয়।"

ছোটবেলা এই গানটি শুনতে খুব ভালো লাগতো। মনে হতো সত্যিই তো নাম দিয়ে কি হয়? রাজা-বাদশা নবাব নামে অনেক ফকির মিসকীন দেখেছি। আবার ফকির আহমেদ, গরীবউল্লাহ, খয়রাত হোসেন নামে অনেক ধনী লোকও দেখেছি।

জামিলা (সুন্দরী), হাসিনা (অপরূপা) নামে অনেক কুৎসিত মেয়ে দেখেছি, আবার লাইলি, রাত্রি, কালী নামে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছি। বোবা মেয়ের নাম সুভাষিনী আর কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আমাদের সমাজে কম নেই।

নামের গুরুত্ব

কিন্তু তারপরও নামের বিরাট একটা গুরুত্ব আছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা সন্তানদের ভালো নাম রাখো।" রাসূল (সা.) অনেক সাহাবীর খারাপ নাম বদলে ভালো নাম রেখেছেন। যেমন বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রার নাম ছিলো আব্দুস শামস। যার অর্থ অরুন দাস। কারো মতে আব্দুল ওজ্জা বা ওজ্জার দাস। রাসূল (সা.) তার নাম রাখেন আব্দুর রহমান। হযরত আবু বকর (রা.)ও পূর্বে একটি মুশরিকি নাম ছিলো, তা বদলে দিয়ে রাসূল (সা.) তার নাম আব্দুল্লাহ রাখেন যদিও আবু বকর নামেই তিনি অধিক পরিচিত।

আর এক ব্যক্তির নাম ছিলো হাজন। মানে দুঃখ, কষ্ট, অভাব, দুর্ভাগা ইত্যাদি। রাসূল (সা.) বললেন, "তোমার নাম বদলে রাখো সহল। সহল মানে সহজ, সুখ, সচ্ছলতা, সৌভাগ্যবান। নামের একটা তাছির বা প্রভাব আছে। আল্লাহর নামের সাথে আব্দুহ যোগ করে নাম রাখা রাসূল (সা.) পছন্দ করতেন। আর যে কোনো সুন্দর অর্থবোধক নাম তিনি পছন্দ করতেন।

আমরা বাংলাদেশী। বাংলা আমাদের ভাষা। আমরা বাচ্চাদের ডাকনাম বাংলায় রাখতে পারি তবে অবশ্যই একটি ইসলামী নাম থাকা উচিত যা শুনলে মুসলিম বলে চেনা যায়। আর বাংলা ভাষায় যে নামটি রাখবো তা যেনো অবশ্যই অর্থবোধক এবং শিরকমুক্ত হয়।

www.pathagar.com

কোনো দেবদেবীর নাম না হয়। ফুলের নাম, নদীর নাম, পাখির নাম কিংবা অন্য কোনো সুন্দর অর্থবোধক শব্দ হতে পারে।

আসলে নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। রাসূল (সা.) হাজন নামে এক ব্যক্তির নাম বদলে সহল রেখেছিলেন কিন্তু সেই দুর্ভাগা ব্যক্তি (হাজন শব্দের অর্থও দুর্ভাগা) বলেছিল, "থাক, আমার বাবা মা যখন রেখেছে এই নামই থাক।" রাসূল (সা.) তাকে আর কিছু বলেননি। পরবর্তীতে তার নাতি বর্ণনা করেছে– "আমাদের জীবন থেকে দুঃখ দুর্দশা কখনো দূর হয়নি।"

আমাদের জাতীয় কবির নাম ছিলো দুখু মিয়া। সারাটি জীবন তার দুঃখে দুঃখেই পার হলো। কি দরকার এ সব বাজে নাম রাখার?

মানুষ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য প্রাণীও মানুষের মতো খায়, ঘুমায়, পরিশ্রম, করে, বিশ্রাম নেয়, বংশ বৃদ্ধি করে।

সন্তান বাৎসল্যও তাদের আছে। তারপরও মানুষের জীবন পদ্ধতির সাথে তাদের জীবন পদ্ধতি আকাশ পাতাল পার্থক্য। এই পার্থক্যের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো, মানুষ তার সন্তানের জন্য সুন্দর একটা নাম রাখে। নাম শুধু পরিচিতি চিহ্ন নয়। নামকরণের বেলায় অর্থপূর্ণ এবং শ্রুতি মধুর নাম রাখা প্রত্যেক মুসলিম মা-বাবার কর্তব্য। একটি সুন্দর নাম বাবা-মায়ের নিকট সন্তানের প্রাপ্য অধিকার। বাবা-মা যদি এ অধিকার থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করে তাহলে তাদেরকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "হাশরের মাঠে প্রত্যেককে নাম ধরেই ডাকা হবে। তাই কারো নাম যদি ইসলামী রীতি বহির্ভূত, নিরর্থক অথবা দাম্ভিকতাপূর্ণ হয় সেজন্য পিতা-মাতাকেই জবাবদিহি করতে হবে।

নামের বিকৃতি

নাম মানুষের অত্যন্ত প্রিয় একটি জিনিস। আমার মনে হয় প্রত্যেকটি মানুষ তার নামকে ভালোবাসে তাই কারো নামের বিকৃতি করা উচিত না। অন্তরযামী আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা তিনি বান্দার ভালো লাগা, মন্দ লাগা জানেন তাই বলেছেন. "তোমরা কাউকে খারাপ নামে ডেকো না।"

আল্লাহ যে কাজ করার আদেশ দেন তা পালন করা ফরয। আর যদি তিনি নিষেধ করেন তা করা হারাম। তা করলে কবীরা গুনাহ হবে। কবীরা গুনাহের গুরুত্ব বুঝতে হবে। বিভিন্ন ভালো কাজের মাধ্যমে ছগীরা (ছোট) গুনাহ মাফ হয় কিন্তু কবীরা গুনাহ মাফ হয় না। কবীরা গুনাহ থেকে মাফ পেতে হলে সেই গুনাহ

www.pathagar.com

থেকে বিশেষভাবে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে, তওবা করে, আর কখনো করবো না বলে কান্নাকাটি করতে হবে। অতএব কাউকে বিকৃতি নামে ডাকাকে আমরা যতোই তুচ্ছ মনে করি না কেন আসলে বিষয়টি কিন্তু তুচ্ছ না।

নাম বিকৃতিকারীগণ নামকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, সেই বিকৃত শব্দ থেকে আসল নাম খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। আমাদের বাসার পাশে বাস করতো ঘ্যানা শেখের মেয়ে কুনু। শুনলে অবাক হবেন কুনুর সঠিক নাম কুলসুম, আর ঘ্যানা শেখের নাম আনোয়ার শেখ। কি করে যে আনোয়ার শেখ ঘ্যানা শেখ হলো তা আবিষ্কার করতে বোধহয় প্রত্নতত্ত্ববিদ লাগবে। নাম বিকৃতি করা যেনো একটা স্বভাবে পরিণত হয়েছে এক শ্রেণীর মানুষের। মতিকে মইত্যা, খলীলকে খইল্যা, জলিলকে জইল্যা ইত্যাদি বলে।

যা হোক আমাদের অনেকের মধ্যেই কম বেশী করে নাম বিকৃতি করার অপতৎপরতা আছে। আমরা যেনো এই অপতৎপরতা থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারি।

না বুঝে নাম রাখা

বৈঠকে নতুন মুখ দেখে জিজ্ঞেস করলাম। "আপা আপনার নাম কি?" সেই আপা খুব গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন। "আমার নাম কা'য়াস ফিম্‌মাকুল" সূরা ফিলের শেষ আয়াত। আর একবার এক ভদ্রমহিলা গর্বের সাথে বলেছিলেন তার নাম 'আলক্বারিয়া'। আর একজন তার ছেলের নাম রেখেছে খিঞ্জির আহমেদ, কেউ রাখে 'নার' জাহেলা। আবার অহংকারের সাথে বলে এই সব শব্দ আল কুরআন থেকে নেওয়া।

কা'য়াস্ ফিম্‌মাকুল অর্থ– পশুর চিবানো ভূষি। আল-ক্বারিয়া অর্থ– চরম দুর্ঘটনা। খিঞ্জির মানে শুকর। নার-আগুন। জাহান্নাম বুঝাতে 'নার' ব্যবহার করা হয়েছে আল-কুরআনে। জাহেলা মানে চরম মূর্খ। এমনি আরও অনেক শব্দ আল-কুরআনে আছে যার কোনো মানে না বুঝেই বাচ্চাদের নাম রাখে আর মনে মনে খুশি হয় এই ভেবে কুরআন থেকে নাম রেখেছি।

বাবার নামের সাথে মিলিয়ে নাম

আব্দুল আলীম মানে আলীমের বান্দা-গোলাম বা দাস। আলীম আল্লাহ পাকের একটি নাম। তাহলে আসগর আলীমের অর্থ কি হতে পারে? আসগর অর্থ ছোট আবার বাবার নাম আব্দুর রহমান, ছেলের নাম দুলাল রহমান। কি হলো এইবার?

www.pathagar.com

আব্দুর রহমান মানে রহমানের দাস, আর দুলাল রহমান মানে রহমানের পুত্র। আসতাগফিরুল্লাহ। আসল কথা হচ্ছে আমরা যে নামই রাখি না কেন, যেনো জেনে বুঝে রাখি।

নাম নিয়ে কতো কথা

মোহাম্মাদ আব্দুল মান্নান নামে অতি জানলে ওয়ালা এক লোক বিজ্ঞের মতো মাথা দুলিয়ে বলল, "বাংলাদেশের যতো ইসলামী আন্দোলনের নেতা তাদের কারো নামই তো ইসলামী না।

বুঝতে না পেরে বললাম, "তার মানে?"

ভদ্রলোক বলতে লাগলো "অধ্যাপক গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মহিউদ্দিন খান এদের একজনের নামের আগেও কি মোহাম্মদ শব্দটি আছে?"

বললাম, "তাহলে রাসূল (সা.)-এর সাহাবীরাও তো ইসলামী নাম রাখেন নাই কি বলেন? আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), আলী (রা.) এদের কারো নামের আগেই তো মুহাম্মাদ নেই।"

ভদ্রলোক এইবার চুপ হয়ে গেলেন।

মুহাম্মাদ যদি কারো নাম রাখা হয় তবে মুহাম্মাদই রাখতে হবে। নামের অংশ হিসেবে প্রথম কিংবা শেষে রাখার কোনো যুক্তি নেই।

আবার মেয়েদের নামের আগে মোসাম্মাত লাগায়। মোসাম্মাত শব্দের অর্থ নামীয় বা নামবিশিষ্ট। যেমন মোসাম্মাত আমেনা বেগম। এর অর্থ হলো আমেনা বেগম নামবিশিষ্ট। এর কোনো দরকার আছে?

অনেকের ধারণা নামের আগে ছেলেদের জন্য মুহাম্মাদ এবং মেয়েদের জন্য মোসাম্মাত লাগানো বোধ হয় জরুরী।

হিন্দুরা তাদের নামের আগে শ্রীমান শ্রীমতী। ইংরেজরা মিষ্টার, মিস্, মিসেস লেখে। দীর্ঘদিন হিন্দু এবং ইংরেজদের অধীনে থেকে আমাদেরও সখ হয়েছে নামের আগে পিছে কিছু লাগানো। এছাড়া আর কিছু নয়।

এক বয়স্ক ভদ্রমহিলাকে সীরাত মাহফিলের দাওয়াত দিতে যেয়ে কার্ড হাতে নিয়ে বিনয়ের সাথে বললাম, "খালাম্মা আপনার নামটা যদি বলেন.....।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "লেখো মিসেস চৌধুরী।" হায় আল্লাহ বাবা-মা কি

www.pathagar.com

কোনো নাম রাখেননি? কি আর করা মিসেস চৌধুরী লিখেই কার্ডটা তার হাতে দিয়ে এলাম।

কি আশ্চর্য! নারী স্বাধীনতা নিয়ে এত হৈ চৈ। পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের জন্য কতো আন্দোলন, অথচ পরিচয় দেওয়ার সময় পুরুষের লেজুর হওয়া। এটা কেমন মানসিকতা?

বিয়ের পরে বরের নামের অর্ধেক নিজের নামের সাথে যোগ করা ফ্যাশন না সভ্যতা বুঝি না। শুটি কয়েক বাদে সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত প্রায় একই রকম।

ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, হাসিনা ওয়াজেদ, আইভি রহমান, খালেদা জিয়া, রওশন এরশাদ- উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রায় সবাই নিজেদের নামের মাথায় বরের নাম জুড়ে নামের শ্রীবৃদ্ধি করেন।

অনেকে অবশ্য বলেন একই নামের একাধিক ব্যক্তি হওয়ার কারণে তারা বরের নাম ব্যবহার করেন চেনার জন্য। কথা হলো একই নামের একাধিক ব্যক্তি কি শুধু মহিলাদের মধ্যেই হয় পুরুষের মধ্যে হয় না? তারা তো কেউ স্ত্রীর নাম ব্যবহার করেন না। পরিচিতির জন্য যদি বরের নাম লিখতে হয় কিংবা বলতে হয় তা না হয় বললাম, কিন্তু নামের মাথায় টুপি পরাতে হবে কেন?

একবার কোনো এক ফর্মে স্থায়ী আর অস্থায়ী ঠিকানা লিখতে বলায়, আমি লিখেছিলাম-

অস্থায়ী ঠিকানা-

মাসুদা সুলতানা রুমী

C/O জনাব নূর মোহাম্মদ (ইঞ্জিনিয়ার)

কলেজপাড়া, বদলগাছী, নওগাঁ।

স্থায়ী ঠিকানা-

মাসুদা সুলতানা রুমী

পিতা- মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম মোল্লা

বারান্দি মোল্লাপাড়া, যশোর।

এইভাবে ঠিকানা লেখায় আমার সহকর্মী বোনেরা আপত্তি জানালেন। বললেন, "আপনার হাসব্যান্ডের ঠিকানাই তো স্থায়ী ঠিকানা।

www.pathagar.com

বললাম, "বুঝি কি করে?"

ঃ "তাঁর মানে?" অবাক কণ্ঠ বোনদের।

বললাম, "অপ্রিয় হলেও এটাই বাস্তব যে হাসব্যান্ডের ঠিকানা স্থায়ী ঠিকানা না। যে কোনো সময় সে ঠিকানা বদলে যেতে পারে। আমাদের মা-দাদীরা একই ঠিকানায় জীবন পার করে দিয়ে গেছেন। আমাদের জীবনেরও অর্ধেকের বেশী সময় পার হয়ে গেছে। বাকী দিন কয়টিও হয়তো যাবে। কিন্তু সবার জন্য না। অথচ বাপের নাম কোনো দিন বদল হবে না। বাপ বেঁচে থাকতেও না মরে গেলেও না।" আমার কথা কারো মনঃপুত হলো, কেউ মুখ টিপে হাসল। আশ্চর্যের বিষয় কি জানেন? মাত্র মাস ছয়েকের মধ্যে আমাদের এক বোন বরের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। তিনটি সন্তান, মজবুত সংসার। যে কারণেই হোক ভেঙ্গে গেল। আমার সেই বোনটি এখন স্থায়ী ঠিকানায় থাকে। হ্যাঁ বাপের বাড়িতে। যদিও বাপ জীবিত নেই।

ইবনে অথবা বিনতে

নামের পরে ইবনে অথবা বিনতে দিয়ে পিতার নাম দেওয়া খুবই বিজ্ঞানসম্মত এবং সুষ্ঠু একটা বিধান। যেমন– আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, অর্থাৎ মুবারকের পুত্র আবদুল্লাহ, সন্তান যদি মেয়ে হয় তাহলে ফাতিমা বিনতে মুবারক– মানে মুবারকের মেয়ে ফাতিমা। এইভাবে নাম রাখা হলে এক নামের যতো ব্যক্তিই হোক না কেন চিনতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। এতে আর একটা সুবিধা এই যে নাম শুনেই পরস্পর ভাই-বোন কিংবা ভাই-ভাই অথবা বোন-বোন ইত্যাদি বোঝা যায়। যেমন– উম্মে হারাম বিনতে মিলহান এবং উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান এরা যে দুই বোন তা কারো বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যদিও নামের এই ধারাটা ব্যাপকভাবে আমাদের সমাজে চালু নেই। তবে কিছু কিছু আছে।

যেসব নাম রাখা নিষেধ

শাহানশাহ, রাজাধিরাজ, শাহানজাহান এই সব নাম রাখতে রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন, কারণ এই নামগুলো আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। তেমনি আল্লাহর নাম বাদে অন্য কারো সাথে আব্দুহ যোগ করে নাম রাখাও অত্যন্ত আপত্তিকর। যেমন– গোলাম নবী, গোলাম মোহাম্মাদ, গোলাম হোসেন, গোলাম রাসূল, আব্দুনবী, আব্দুনুর ইত্যাদি। মানুষ গোলাম বা আব্দু (দাস) হবে তো একমাত্র

www.pathagar.com

আল্লাহর। কারো নাম দিদার বক্স, পীর বক্স, বক্স শব্দের অর্থ দান বা উপহার। উপরোক্ত নামগুলো শিরকযুক্ত। এ ধরনের কোনো নাম যেনো আমরা সন্তানদের না রাখি। এ ধরনের নাম যাদের আছে তাদের সঠিক কাজ হবে এই সব নাম বদলে অন্য কোনো ভালো নাম রাখা।

আমাদের সমাজে ডাকনাম হিসেবে ছোট ছোট কিছু নাম আছে যার অর্থ মোটেও ভালো না। যেমন– রিয়া ইত্যাদি। ডাকতে এবং শুনতে শব্দটি ভালো লাগলেও অর্থ মোটেও ভালো না। রিয়া অর্থ লোক দেখানো কাজ বা প্রদর্শোনিচ্ছা।

আবার এমন কিছু নাম আছে যা কোনো অর্থবোধক শব্দই না। যেমন– নানু, টুনু, মনু, রুনু, মিনু, রানু, মিন্টু, সেন্টু, পিন্টু, পল্টু, টুলটুল, টুটুল, মিঠুন, কালা, ধলা, রাঙ্গু, –জানি না প্রিয়তম সন্তানের জন্য এই সব নিরর্থক নাম কেন রাখে মা-বাবারা?

আগে গ্রামের মেয়েদের নাম রাখা হতো বড়ু, মাঝু, সাজু, ছুটু, সোনা ইত্যাদি। ছেলেদের নাম কেদু, গেদু ইত্যাদি। ইদানিং মেয়েদের নাম রাখছে– সাবানা, ববিতা, কবরি, শাবনূর, পূর্ণিমা ইত্যাদি নায়িকা ও মডেল কন্যাদের নাম। ছেলেদের নামের বেলায়ও বিভিন্ন চিত্রতারকা, খেলোয়াড়, মডেল তারকাদের নাম পছন্দ করছে।

প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত স্যাটেলাইট টি.ভির বদৌলতে গ্রামের লোক আর যাই শিখুক না ক্যান নায়ক, নায়িকাদের, খেলোয়াড়, মডেল তারকাদের নাম শিখছে। টি.ভিতে বিভিন্ন চ্যানেলে প্রায় সর্বক্ষণ নাটক, সিনেমা, মডেলিং, নাচ-গান আর নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকাদের জীবনী চর্চাই করা হয়। আর সবাই বিশেষ করে মহিলারা নিবিষ্ট মনে চিত্তবিনোদনের নামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐসবই দেখে। আর ভালোবেসে, শখ করে মহব্বত করে ঐসব নাম রাখে সন্তানদের।

ঘর সংসার আর স্যাটেলাইট টি.ভি দেখার পর এই সব গৃহিণীরা আর কোনো সময়ই পায় না যে কুরআন, হাদীস কিংবা সাহাবা, তাবেঈনদের জীবনী পড়বে কিংবা জানবে। ইসলামী টি.ভি নামে একটা চ্যানেল থাকলেও তা খুম কম মহিলাই দেখে। গ্রামের মহিলারা বোধ হয় জানেও না যে ইসলামিক টি.ভি নামে কোনো চ্যানেল আছে। কি করে ইসলামী নামের সন্ধান তারা পাবে?

এই সব মহিলা কিংবা এদের ঘরের কিশোর-কিশোরীদের একটা পরীক্ষা করে দেখেন– তাদের কাছে দশজন নায়িকা-দশজন গায়িকার নাম কিংবা দশজন খেলোয়াড় বা মডেল তারকাদের নাম জানতে চান দেখেন তারা ঝটপট

www.pathagar.com

দেশী-বিদেশী বিশজন করে নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, খেলোয়াড়, মডেল তারকার নাম বলে দেবে।

কিন্তু দশজন নবীর নাম বলতে বলেন, দশজন সাহাবী এবং মহিলা সাহাবীর নাম বলতে বলেন কিংবা দশজন তাবেঈন অথবা ইসলামী চিন্তাবিদের নাম বলতে বলেন, দেখবেন পারবে না।

অশিক্ষিত মেয়েরা বোধ হয় একদম পারবে না কিন্তু নায়ক-নায়িকাদের নাম বলতে পারবে। শিক্ষিত মেয়েরা নবী-রাসূলদের চার/পাঁচ জনের নাম হয়তো বলতে পারবে। সাহাবীদের হয়তো চার খলিফা পর্যন্ত, মহিলা সাহাবীদের নাম কমই আশা করা যায়। সাহাবী যে মহিলা হয় এই ধারণাই অনেকের নাই। আর তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন? জিজ্ঞেস করে দেখেন অবাক হয়ে বলবে "সে আবার কি জিনিস?"

আর ইসলামী চিন্তাবিদ বললেও কিছু বলতে পারবে বলে মনে হয় না।

অবশ্য ইদানিং বিভিন্ন বৈঠকাদিতে যারা যায় তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা বেশ পরিবর্তন হয়েছে। নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্যের ব্যাপারে বেশ সচেতন হয়েছেন। জাতির জন্য এটা ভালো লক্ষণ। আমাদের পূর্বসূরীদের নাম জানা একান্ত জরুরী।

আমরা হযরত খাদিজা, ফাতিমা, আয়েশা, উম্মে সুলাইম, উম্মে আম্মারা, খাওলাদের উত্তরসূরী যারা ছিলেন– ঈমানে দৃঢ়, ইবাদতে অবনত, বিপদ মুসিবতে ধৈর্যশীল। যাবতীয় ভালো কাজে অগ্রগামী। তাদের ছিলো খারাপ কাজের প্রতি চরম ঘৃণা, আল্লাহর নাফরমানীর পর্যায় পড়তে পারে এমন কোনো কাজ জীবন গেলেও তারা করতে রাজী হতেন না। আল্লাহ এবং তার রাসূলের নির্দেশ পালনে তারা ছিলেন তৎপর। তারা একদিকে ছিলেন বীর সাহসী অন্যদিকে ছিলেন বিদূষী, তাপসী, গুণবতী, প্রেমময়ী। আমরা তাদের উত্তরসূরী।

আমরা শীলাদেবী কিংবা প্রীতিলতাদের উত্তরসূরী না যারা বিপদে পড়লে আত্মহত্যা করে। "নামের বড়াই করো না, নাম দিয়ে কি হয়?" আসলে কথাটি ঠিক না, নামে অনেক কিছু হয়। আমি যে মুসলমান, তার প্রথম চিহ্নই হলো নাম। মার্গারেট মারকিউস নাম শুনলেই বুঝবো ভদ্রমহিলা পাশ্চাত্যবাসী কোনো ইহুদি কিংবা খৃষ্টান। কিন্তু যখন শুনবো ভদ্রমহিলার নাম মরিয়ম জামিলা। তখন তাকে মুসলমান ছাড়া অন্য কিছু ভাববো কি?

www.pathagar.com

যখন সুদর্শন ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ক্যাট ষ্টিফেন নাম শুনি তখন কি তাদের মুসলিম মনে হয়? আর যখন এই মানুষদের নাম হয় আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, ইসমাঈল হোসেন সিনাজী, ইউসুফ ইসলাম, তখন আর কারো বুঝতে সমস্যা হয় কি এরা মুসলমান না অন্য কিছু? আসলে নামটাই প্রথম। তাই আমাদের ছেলে-মেয়েদের এমন নাম রাখতে হবে যা শুনেই অপরিচিত কেউ বুঝতে পারে যে মুসলমানের সন্তান।

কিছু নামে বোধ হয় এলার্জি আছে

নওগাঁ থেকে যশোর যাচ্ছিলাম ট্রেনে। যশোর বাপের বাড়ি বিধায় প্রায়ই যাই। প্রায় ছয়/সাত ঘণ্টার জার্নি। পাশাপাশি সহযাত্রীদের সাথে মোটামুটি খাতির হয়ে যায়। বিভিন্ন প্রকারের টুকটাক খাবার, পত্র-পত্রিকা বই ইত্যাদি কেনা যায়। জার্নিটা একঘেয়ে মনে হয় না। ভালোই লাগে। আমার সামনের সিটে বসা এক ভদ্রলোক। লেখাপড়া শেষ করে নতুন চাকরিতে ঢুকছেন। অফিসের কাজে খুলনা যাচ্ছেন।

আমি জানালার ধারে বসে বই পড়ছিলাম। আমার প্রিয় লেখক অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের আদম সৃষ্টির হাকিকত। ভদ্রলোক আমাকে বললেন, "কি বই?"

আমি মুখে কিছু না বলে বইটি উল্টে দেখালাম। ভদ্রলোক চমকে উঠলেন "ওরে বাব্বা! গোলাম আযমের বই?"

বললাম, "কেন, এলার্জি আছে নাকি?"

ঃ "তার মানে?"

ঃ "যেভাবে কেঁপে উঠলেন মনে হলো এই নামে বুঝি আপনার এলার্জি আছে।"

ঃ "আর কি বই আছে আপনার কাছে?"

আমি একটু আগেই ফেরিওয়ালার কাছ থেকে দুটো বই কিনেছি। একটা সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস অন্যটি জীবনানন্দ দাসের কবিতার বই। আমি ঐ বই দুটি ভদ্রলোককে দেখালাম। ভদ্রলোক বললেন, "বাঃ সব ধরনের বই-ই তো আছে।"

বললাম, "হ্যা সব ধরনের বই-ই পড়ি। কোনো নামেই আমার এলার্জি নেই।"

ঃ "কি যে বলেন, নামে আবার এলার্জি থাকে নাকি? আমিও সব লেখকের বই পড়ি।"

আমার হাতের বইখানা দেখিয়ে বললাম, "এই লেখকের বই কোনো দিন পড়েছেন?"

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, "না"।

www.pathagar.com

বললাম, কেন পড়েননি?

ঃ "আসলে লেখক মানুষটিতো বিতর্কিত।

তাছাড়া উনি যে কি ধরনের বই লেখনে তাও জানি না। নামটাই জানি এই মাত্র। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলো এইটুকু ছাড়া তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না।"

আবি বইখানা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "পড়ে দেখেন। জীবনের যতো বই পড়েছেন সব বই-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বই হবে এটি। যদি সত্যিকারের পাঠক হয়ে থাকেন।"

ভদ্রলোক ইতস্তত করে বলল, "আপনি পড়েছেন।"

বললাম, "তাতে কি?" এ বইটি আগে আমি আরও দুইবার পড়েছি। এইবার নিয়ে তিনবার হচ্ছিল।"

ভদ্রলোক বইটি নিলেন এবং খুব আগ্রহের সাথেই পড়তে লাগলেন।

দেখতে দেখতে যশোর ষ্টেশনে চলে এলাম। আমি নামার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক শতব্যস্ত হয়ে বললেন, "আপা আপনিতো এখানেই নামবেন কিন্তু আপনার বইটা যে...।"

বললাম, "ভাই বইটি আপনাকে গিফট করলাম। ভদ্রলোকের পড়ার আগ্রহ দেখেই বইটি তাকে গিফট করতে ইচ্ছে হলো।

অনেককে দেখেছি কোনো কোনো লেখকের নাম দেখেই তার বই পড়ে না। কি অন্ধকারাচ্ছন্ন মন!

কুরআনী জ্ঞানের স্বল্পতা

কুরআন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যে কতো কম, তা কুরআনের শব্দচয়ন করে সন্তানদের নাম রাখার ধরন দেখে বোঝা যায়। আমার ঘনিষ্ঠ কয়েক জনের নাম বলি, আম্বিয়া, জাহিমা। আম্বিয়া শব্দের অর্থ নবীগণ, জাহিম অর্থ জাহান্নাম।

অন্যদের কথা থাক নিজেকে নিজেই একটু পরীক্ষা করে দেখেন। জ্ঞানের বহর দেখে লজ্জা পেয়ে যাবেন। আল কুরআনে একশত চৌদ্দটি সূরা আছে। এইবার একশত চৌদ্দটি সূরার নাম বলেন তো? হাতে গোনা কয়েক জনে হয়তো পারতেও পারেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই পারবে না। নামই যেখানে জানা নাই তাহলে সূরার মধ্যে কি বলা হয়েছে তা কি করে জানবে?

www.pathagar.com

আমাদের সবার উচিত আল কুরআনের সূরা কয়টির নাম মুখস্থ করা। সূরা কয়টির নাম জানা খুবই জরুরী।

আমাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা, যারা প্রাইমারী কিংবা হাইস্কুলে পড়ে– তাদের পাঠ্য পুস্তকে বাংলা, ইংরেজিতে কয়টি গল্প, প্রবন্ধ, আর কবিতা আছে তারা, সেসবের নাম জানে, তার লেখক বা কবিদের নাম জানে, সেই লেখক কবিদের পরিচয়ও জানে। একশ চৌদ্দটি সূরা। আর তার নাম জানি না। তাছাড়া ছেলে-মেয়েদের সিলেবাস এক বছরের আর আমাদের সিলেবাস সারা জীবনের। দুই দিনে একটা সূরার নাম মুখস্থ করলে এক বছর লাগে না। দশ মাসে সব সূরার নাম মুখস্থ হয়ে যায়।

কোনো কিছুর নামের মাধ্যমে মানুষ তার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকে। এটিই জ্ঞান লাভের পদ্ধতি। ফেরেশতাদের চেয়ে আদম (আ.)-কে বেশী জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এই বিষয়টি ফেরেশতাদের জানানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)-কে সব কিছুর নাম শিখান। তারপর আদম (আ.) বলেন, "তুমি ওদেরকে (ফেরেশতাদেরকে) এই জিনিসগুলোর নাম বলে দাও।" (সূরা বাকারা : ৩৩)

ইতিপূর্বে তিনি ফেরেশতাদের কাছে জিনিসগুলোর নাম জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফেরেশতারা তা বলতে পারেনি। ফেরেশতারা যা বলতে পারেনি তা আদম (আ.)-কে দিয়ে বলায়ে আল্লাহ প্রমাণ করলেন যে মানুষ ফেরেশতাদের চেয়ে বেশী জানলেওয়ালা। জানলেওয়ালা হওয়াই মানুষের ফিতরাত (স্বভাব)। মানুষতো সবই জানতে চায়। যা প্রয়োজন না তাও জানতে চায়। তাহলে যা প্রয়োজন তা জানার চেষ্টা কেন করব না?

আসলে নাম অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। নাম শুধু চিহ্নমাত্র নয়। নাম জ্ঞানের পরিচয় বাহক, সৌন্দর্যের পরিচয় বাহক, সুসংস্কৃতির পরিচয় বাহক, সু-সভ্যতার পরিচয় বাহক, সুস্থ সুন্দর মনের, সুষ্ঠু রুচিবোধের পরিচয় বাহক।

রাসূল (সা.) শুধু মানুষের নামই রাখতেন না, তিনি ব্যবহার্য প্রত্যেকটি জিনিসের নাম রাখতেন। তার ঘোড়ার নাম ছিলো দুলদুল। যা তিনি ইমাম হুসাইন (রা.)-কে দিয়েছিলেন। হযরত আলীর (রা.) তরবারীর নাম রেখেছিলেন জুলফিকার। তিনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৌতুক করেও কিছু নাম রেখেছেন। যেমন প্রখ্যাত সাহাবা আব্দুর রহমান যার পূর্ব নাম ছিলো আব্দুস শামস। তিনি একটি বিড়ালের বাচ্চা পুশতেন। বাচ্চাটিকে সব সময় সাথে সাথে রাখতেন।

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) এই জন্য তাকে একদিন আবু হুরাইরা বলে ডাকলেন। আবু হুরাইরা মানে বিড়ালের বাবা। সেই সাহাবীর আব্দুর রহমান নামটা সবাই যেনো ভুলেই গেল। সবাই তাকে আবু হুরাইরা বলেই ডাকতে লাগল। আমরা তো অনেকে বোধ হয় জানিই না তার আসল নাম আব্দুর রহমান।

একদিন হযরত আলী (রা.) মসজিদে নববীর মেঝের উপর ঘুমিয়ে ছিলেন। শরীরে ধুলোমাটি লেগেছিল। রাসূল (সা.) তাকে আদর করে ডাকলেন, "ওঠ আবু তোরাব। তারপর গায়ের ধুলোবালি মুছে দিলেন। আবু তোরাব অর্থ মাটির বাবা। হযরত আয়েশা (রা.)-কে প্রায়ই হুমায়রা বলে ডাকতেন। হুমায়রা অর্থ লাল বর্ণের। আয়েশা (রা.) ছিলেন লাল বর্ণের ফর্সা।

নাম স্নেহ-ভালোবাসার প্রকাশ

এমনিভাবে নাম কখনও কখনও হয় আদর-স্নেহ, ভালোবাসার প্রকাশ। তাই আমরা যখন প্রিয়জনদের নাম রাখবো তখন এই সব দিকে লক্ষ্য রেখেই যেনো নাম রাখি। শিরক, বিদ'আত বর্জন করে, অর্থহীন শ্রুতি কটু শব্দ বাদ দিয়ে অর্থযুক্ত, শ্রুতি মধুর, সহজে উচ্চারণ যোগ্য নামগুলোই হোক আমাদের প্রিয়তম সন্তানদের নাম। আমি যে মুসলিম তা যেনো আমার নামের মধ্যেই ফুটে ওঠে। আমি মুসলিম না অন্য কোনো বিশ্বাসাবলম্বী, আমার নাম শুনে এই দ্বিধায় যেনো কেউ না পড়ে। আমার নামই হোক আমার পরিচয় পত্র, আমার প্রশংসা পত্র, আমার গৌরব। অথচ এক শ্রেণীর মুসলমান আছে যারা মুসলিম নাম রাখাই অপছন্দ করে।

নাম পছন্দের প্রতীক

যে মানুষের প্রতি, যে জাতির প্রতি, যে সংস্কৃতির প্রতি যার দুর্বলতা এবং ভালোবাসা আছে সে ঐসব ব্যক্তি, সভ্যতা কিংবা সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হিসেবে পরিচয় দিতে বেশী পছন্দ করবে এটাই স্বাভাবিক। ঐ ধরনের নামই তারা নিজের জন্য, সন্তানের জন্য, প্রতিষ্ঠানের জন্য পছন্দ করবে। যেমন অধিকাংশ হোমিও ডাক্তারেরা তাদের চেম্বারের নাম রাখে 'হ্যানিম্যান হোমিও হল' কিংবা 'কেন্ট হোমিও চেম্বার'। কারণ 'ক্রিশ্চিয়ান সেই গ্রিক সেমুয়েল হ্যানিম্যান এবং জেমস টাইলার কেন্ট' তাদের শ্রদ্ধেয় এবং অতি পছন্দের মানুষ।

ইতিহাস বিখ্যাত আলেমে দ্বীন ইবনে তাইমিয়া। তার সঠিক নাম কম মানুষেরই জানা। ১২৮৩ সালে ইবনে তাইমিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তার সঠিক নাম ছিলো

www.pathagar.com

তাকিউদ্দিন আহমাদ। তার পিতার নাম শিহাব উদ্দনি আব্দুল হালীম। দাদার নাম আবুল বারাকাত মাজুদুদ্দীন এবং দাদার বাবার নাম মুহাম্মাদ ইবনুল খিজির। এই মুহাম্মাদ ইবনে খিজিরের মায়ের নাম তাইমিয়া। তার জন্ম সম্ভবত ১১৬০ সালে। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। নারী পুরুষ নির্বিশেষে তার কথা তন্ময় হয়ে শুনতেন। বিপথগামী এবং শিরক, বিদ'আতে নিমজ্জিত মুসলমানদের কাছে সহজ, সরল আকর্ষণীয় বক্তৃতার মাধ্যমে আল কুরআনের কথা তুলে ধরতেন। বাগ্মীতায় তার খ্যাতি কিছুদিনের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম তাকিউদ্দিন আহমেদ নিজের নামের সাথে বাবা কিংবা দাদার নাম মিলিত না করে, চতুর্থ পুরুষ পরদাদা মুহাম্মাদ ইবনে খিজিরের বিদূষী, প্রজ্ঞা-পারমিতা মাতা তাইমিয়ার নাম মিলিত করেন। তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনে তাইমিয়া। অর্থাৎ তাইমিয়ার পুত্র তাকিউদ্দিন আহমাদ। পরবর্তী মুসলিম বিশ্বের কাছে তিনি ইবনে তাইমিয়া নামেই পরিচিত হন। তার তাকিউদ্দিন আহমাদ নামটা সবাই যেনো ভুলেই যায়।.

যার মধ্যে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা বেশী সে সন্তানের জন্য সুন্দর অর্থবিশিষ্ট আরবী নাম কিংবা সাহাবীদের নামে নাম রাখা বেশী পছন্দ করবে। আবার যার মন বাঙালি চেতনায় উজ্জীবিত তার বাংলা নামই পছন্দ। খাঁটি আরবী শব্দের নামকে তার কাছে মৌলবাদী নাম মনে হতে পারে। আবার কেউ কেউ দুকুল রক্ষা করার ব্যর্থ প্রয়াস করে বাচ্চাদের জগা খিচুরি নাম রাখে। যেমন– নিজের নাম- মিজানুর রহমান। ছেলের নাম- সৌহার্দ রহমান। দুই মেয়ের নাম যথাক্রমে সুবর্ণা রহমান, সুপ্রিয়া রহমান কি হলো এসব নামের অর্থ? আর একজনের নাম শুনলাম মীনাক্ষি নাজমা। মীনাক্ষি মানে মাছের মতো চোখ।

নামের প্রতি ভালোবাসা

নিজের নাম অন্যের মুখে শুনতে প্রত্যেকেই পছন্দ করে। কারো কারো সুসম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করতে তার নামটা মনে রাখতে হবে। কারো কথা, ব্যবহার কিংবা আচরণ ভালো লাগলে তার নাম সাধারণতঃ আমি ভুলি না। আর কারো আচরণ কিংবা কথাবার্তা খারাপ লাগলে তার নাম আমি চেষ্টা করলেও মনে রাখতে পারি না।

একটু আগে জেদ্দা থেকে এক ছেলে ফোন করেছে। এর আগেও সে আমার সাথে অনেক কথা বলেছে। আমার বই তার খুব ভালো লাগে। কি কি বই পড়েছে?

www.pathagar.com

আমি কেমন আছি? নতুন কি লিখছি? ইত্যাদি এই সব কথা। এর আগে সে একবার আমাকে বলেছে 'তার খুব ইচ্ছা সে আমাকে মা বলে ডাকবে।' আমি খুশি মনেই রাজি হয়েছি।

এক পর্যায়ে সে আমাকে বলল, "মা, আমার কথা কি আপনার মনে আছে?"

বললাম, "হ্যা মনে আছে তোমার কথা।"

এইবার সে বড় ধরনের একটা পরীক্ষা করে বলল, "বলেন তো আমার নাম কি?"

বলেন তো কি ধরনের প্রশ্ন? তুই ছেলে আমাকে মা বলে ডাকিস আর আমি তোর নাম বলতে পারব না?

বললাম, 'ইবরাহীম'।

খুব খুশী হলো ইবরাহীম।

বললাম, 'পরীক্ষার নাম্বার কতো পেলাম?'

ইবরাহীম বলল, একশতে একশ।'

প্রিয়জনের নাম মনে থাকে। যদি কেউ মনে রাখতে না পারে, তার মনে রাখার চেষ্টা করা উচিত।

মহিলাদের নাম

আমার নিকটতম প্রতিবেশী একবার আমার বাসায় এসে বলল, 'আপা শহীদ ভাবী আসেনি? বুঝতে না পেরে বললাম, 'শহীদ ভাবী মানে?'

"ঐ যে ডাক্তার ভাবীর কথা বলছিলাম– আপনার এখানে আসার কথা ছিলো...।' বললেন, প্রতিবেশী সোমা আপা।

বললাম, "ডাক্তার শহীদ ভাই এর স্ত্রী? রাবেয়া আপা?

সোমা আপা মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যা"।

আমি বললাম, "তা রাবেয়া আপাকে শহীদ ভাবী, ডাক্তার ভাবী এসব বলছেন কেন? তার কতো সুন্দর একটা নাম আছে।"

লাজুকভাবে একটু হাসলেন সোমা আপা, বললেন "তা অবশ্য ঠিক। আমাদের নাম আমরা ব্যবহারই করি না..."।

www.pathagar.com

ছোট বেলায় আমাদের শেখানো হতো মায়ের নাম বলতে হয় না। বাবার বন্ধু কিংবা বাহিরের কোনো আত্মীয়-স্বজন এলে বাড়ির ছোট বাচ্চাদের সাথে কথা বলা বা আলাপে তারা বাচ্চাদের কাছে অনেকের নাম জিজ্ঞেস করতো। বাবার, দাদার, চাচার, মামার। কিন্তু কেউ মায়ের নাম জিজ্ঞেস করতো না। আবার কেউ জিজ্ঞেস করলেও বাচ্চারা মায়ের নাম বলতে পারতো না। বলতো 'মায়ের নাম মা, কিংবা আম্মা কোনো কোনো বুদ্ধিমান কিংবা বুদ্ধিমতি বাচ্চা বলতো 'মায়ের নাম বলতে নেই।'

এক স্বনামধন্য আল্লাহওয়ালা লেখকের লেখা একটা কিতাবে (?) পড়লাম– মেয়েদের নামেরও পর্দা আছে। তারা যদি কোনো লেখালেখি করে তাহলেও তাদের নাম পত্র-পত্রিকায় কিংবা বই পুস্তকে লেখা উচিত না। নামকে বেপর্দা করা অন্যায়। এই উপদেশ বাণী থেকে শিক্ষা নিয়েই বোধ হয় সে সময় সন্তানদের মায়ের নাম শেখানো হতো না। আর এই অনুভূতিকে তারা ধর্মীয় অনুভূতি মনে করতো। তাই যদি হতো তাহলে তো রাসূল (সা.)-এর স্ত্রী এবং কন্যাদের নাম আমরা জানতামই না।

ইসলাম আধুনিক এবং সহজে অনুসরণযোগ্য

আসল কথা হলো ইসলাম অতি আধুনিক এবং সহজে অনুসরণযোগ্য একটি জীবন ব্যবস্থাপত্র। এখানে কোনো কূপমণ্ডপতা নেই। নারীদের ঢেকে রাখা, লুকিয়ে রাখা, তাদের নাম উচ্চারণ না করা, এই কালচার ইসলামী কালচার না। এটি প্রাচীন ভারতীয় কালচার। ভারতবাসী পুরুষেরাও যদি ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য কোথাও মানে ইউরোপ, আমেরিকা যেতো তাহলে তারা জাতিচ্যুত হতো। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রথম থেকেই সমস্ত অবাঞ্ছিত জটিলতা, হীনমন্যতা এবং আবিলতা মুক্ত।

ইসলাম নারীকে সর্বপ্রকার আয়, ব্যয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়। শর্ত একটাই যেনো তার নিরাপত্তা এবং নৈতিকতা বজায় থাকে। ইসলাম তার দেহকে পরপুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে ঢেকে রাখতে বলেছে– তার নামকে না।

এখন অবশ্য পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে।

বাচ্চাদের স্কুল-কলেজে ভর্তিতে বাবার নামের পাশাপাশি মায়ের নামও লাগছে। তারপরও পাড়া-প্রতিবেশী সবাই আমরা সবার নাম কি জানি? এই অবস্থা শুধু গ্রামে না শহরেও।

www.pathagar.com

বিভিন্ন নিয়তে নামের ব্যবহার

যারা ইসলামের বিরোধিতা করে তারা কিন্তু ইসলামী নামের বিরোধিতা করে না। তাদের নিজেদের জন্য তারা ইসলামী নামটিই পছন্দ করে। কারণ ওরা জানে এই নামটাই ওদের মূলধন। এই নামছাড়া ওদের কোনো অস্তিত্ব নেই। যেমন– সালমান রুশদী, তসলিমা নাসরিন, আরজ আলী মাতুব্বর, আহমাদ শরীফ, দাউদ হায়দার– আরো অনেকে আছে নিরেট আরবী নামের অধিকারী। এরা স্বঘোষিত ইসলাম বিরোধী। এদের জীবনের একমাত্র কাজই মনে হয় ইসলামের বিরোধিতা করা। কিন্তু খাঁটি ইসলামী নামটা এদের চাই। কারণ এই নাম বাদ দিয়ে যদি বাংলা, ইংরেজী কিংবা অন্য কোনো নামে তারা বলতো কিংবা লিখতো– তাহলে সেই সব লেখা কিংবা কথার কোনো মূল্যেই তারা পেতো না। ইসলামের দুশমনদের কাছে তারা যে বাহবা এবং পুরস্কার পায় তা শুধু এই নামের ছত্র ছায়ায় আছে বলে। তারা দুনিয়াবাসীকে দেখাতে চায় বুঝাতে চায় "এই দ্যাখো আমরা মুসলমান হয়ে কত ধরনের ইসলাম বিরোধিতা করি?

এতে তাদের প্রভুরা, তাদের দোসররা খুশী হয়। আর খুশী হয়ে কিছু উচ্ছিষ্ট, নগদ দানাপানি ওদের দিকে ছুঁড়ে দেয়। আর এতেই পা'চাটা কুকুরের মতো খুশীতে এরা লেজ নাড়তে থাকে। এই সব জ্ঞানপাপী হতভাগাদের জন্য সত্যি করুণা হয়। এরা ইবলিসের হাতিয়ার। তাদের দৃষ্টিতে রাতারাতি কেউকেটা হওয়ার এটি অদ্বিতীয় পথ।

কিন্তু এদের জানা উচিত নমরুদ, ফেরাউন, হামান-কারুন, আবু জেহেল, আবু লাহাব ইতিহাসে এমনি আরো অনেকের নামই আছে যা আপামর মানব সমাজের কাছে ঘৃণিত। আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এই নামগুলো।

নিয়তের উপর সব নির্ভর করে

আসলে নিয়তের উপরই সব নির্ভর করে। একবার এক বইয়ের দোকানে যেয়ে খোঁজ করছিলাম আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের লিখিত বই। আজানুলম্বিত লেবাস এবং কাঁচা পাকা শ্মশ্রুমণ্ডিত মখাবয়ব বিশিষ্ট দোকানী তাচ্ছিল্যের সাথে বলল, "এ লোকের বই দিয়ে কি করবেন? যে এখনও হিন্দু পদবীর মহব্বত পরিত্যাগ করতে পারল না।" অথচ আগেই আব্বা আমাকে বলেছিলেন "আবুল হোসেন ভট্টাচার্য তার নামের শেষে পদবীটা রেখেছেন এই জন্য যাতে সবাই বুঝতে পারে যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলমান হয়েছে। কারণ

www.pathagar.com

অনেকের ধারণা অশিক্ষিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই স্বধর্ম ত্যাগ করে। আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের জামাতার নাম আব্দুর রহমান ব্যানার্জি।

কিছু নাম পচে গেছে

সত্যি কিছু যেনো দুর্গন্ধ ছড়ায়। আমার এক চাচী ছিলেন, কারো নিষ্ঠুরতা এবং প্রতারণামূলক কাজ দেখলে তিনি তাকে 'এজিদ' বলে গালি দিতেন। প্রায়ই তার মুখে শুনেছি 'কতো বড় এজিদ রে- এর জাগয়া হবে কোথায়?'

এমন কিছু ব্যক্তি আছে যারা দেশের সাথে স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তাদের নামগুলো বিশ্বাসঘাতক বা বেঈমানের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, বিভিশন, মীর জাফর, জগৎশেঠ, ঘসেটি বেগম, উঁমিচাঁদ। আবার মিথ্যাবাদীদের প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা ব্যবহার করি হিটলার, গোয়েবলস।

প্রার্থনা

মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা আমাদের এবং আমাদের মা-বাবা ও সন্তানদের নামগুলো হোক তাবৎ কালিমামুক্ত। হোক বিশ্বাসপরায়ণতা এবং দু'জাহানের সৌভাগ্যের প্রতিশব্দ। হোক মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং ভালোবাসার প্রতীক।

আমার পরিচয় লুকিয়ে থাকুক আমার নামের মধ্যেই। সুবাস যেমন লুকিয়ে থাকে ফুলের মাঝে।

www.pathagar.com

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

www.pathagar.com